গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.২৯৩.২০১৯/৬২৬/৭ তারিখ : ০৯/১২/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৫/০৩/ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি কলেজের বাংলা বিষয়ের প্রভাষক জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান-এর অভিযোগ ও মামলার বিষয়ে অবহিত করণ।

সূত্রঃ ১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৫.৯৯.০০১.১৯.২১৯; তারিখ: ৩০/০৭/২০১৯খ্রি.
২. মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.২৯৩.২০১৯-৪৫৫৮/৮, তারিখ: ২১.১০.২০খ্রি.
৩. দেওয়ানী মামলা নং- ১৮/২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি কলেজের বাংলা বিষয়ের প্রভাষক জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, বাংলা বিষয়ে তিনি ১ম স্থান অধিকার করেন এবং তাঁকে নিয়োগের সুপারিশ করা সত্বেও বেগম রওশন আরা খাতুনকে নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত পরীক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তৎপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত ১ নং স্মারক মোতাবেক পত্রে আবেদনকারীর আবেদনটির সরেজমিনে তদন্ত করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্ণিত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ না দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা দেওয়ানী মামলা নং- ১৮/২০১৮ দায়ের করেছেন। বর্ণিত বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। নিম্নে তদন্ত কর্মকর্তার মতামতের পর্যালোচনা উল্লেখ করা হলোঃ

উল্লিখিত বক্তব্য, তথ্য -প্রমাণ ইত্যাদির বিশ্লেষণে লক্ষ্মীছড়ি কলেজ, লক্ষ্মীছড়ি-এর প্রভাষক বাংলা পদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে দেখা যায়-

১. কলেজটির ভৌগোলিক অবস্থান, পাঠদানের অনুমতি, নিয়োগ কার্যক্রম, শিক্ষকের প্রাপ্তি ও স্থায়ীত্ব ইত্যাদি প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯/১০/২০১৬ ও ০৪/০৮/২০১৬ তারিখের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কলেজ গভর্নিং বডি ৩১/১২/২০১৬ তারিখের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন।
২. নিয়োগ গ্রহণের তারিখ ও স্বাক্ষরের রেজিস্ট্রার বহিতে যোগদানের কলামে''নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগদান করেননি'' লিখে নিয়োগকালীন অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করেছেন।
৩. সরকারিকরণের প্রক্রিয়াধীন লক্ষ্মীছড়ি কলেজে যোগদানের দাবী করেও তিনি (মাওশ্রীজিতা) মাদ্রাসায় যোগদান করেছেন এবং এমপিওভুক্ত হয়েছেন।
৪. জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান এর যোগদান সম্পর্কিত মামলা, অভিযোগ/আবেদন এর দীর্ঘ বিলম্বের কোন কারণ পাওয়া যায়নি।
৫. জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান বলেছেন, ২৯/১২/২০১৬ তারিখে তিনি যোগদান করেছেন। অন্যদিকে হাজী আবুল হাশেম চৌধুরী, জনাব বেলাল হোসেন, জনাব লেলিন কুমার চাকমা প্রমুখ জিবি'র সদস্য (নিয়োগকালীন) বলেছেন, তিনি (মাওশ্রীজিতা) যোগদান করেননি। অধিকন্তু ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় থাকা জিবি'র সভাপতি (নিয়োগকালীন) জনাব তাত্যু মনি চাকমাও বলেছেন, তিনি (মাওশ্রীজিতা) যোগদান করেননি।

সার্বিক বিষয়ে সিদ্ধান্তঃ ফলাফলের ভিত্তিতে অভিযোগকারী জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান এর লক্ষ্মীছড়ি কলেজে প্রভাষক (বাংলা) পদে যোগদানের দাবী যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়নি।

০২। দেওয়ানী মামলা দেওয়ানী মামলা নং- ১৮/২০১৮-এর বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতের পর্যালোচনা নিম্নরূপঃ

আইন উপদেষ্টার মতামততের পর্যালোচনা হলোঃ দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৮/২০১৮ এর কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মাওশ্রীজিত দেওয়ান লক্ষ্মীছড়ি কলেজে নিয়োগ ও যোগদান লাভের উদ্দেশ্যে দেওয়ানী মামলা নং-১৮/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে। এমতাবস্থায়, বর্ণিত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা, আইন উপদেষ্টার মতামত এবং তদন্ত কর্মকর্তার মতামতের পর্যালোচনায় ফলাফলের ভিত্তিতে অভিযোগকারী জনাব মাওশ্রীজিতা দেওয়ান এর লক্ষ্মীছড়ি কলেজে প্রভাষক (বাংলা) পদে যোগদানের দাবী যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়নি। বর্ণিত বিষয়টি নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

৪.৩.২১

(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩)
ফোন নং- ৯৫৫৬০৫৭
Email-ncollege@ dshe.gov.bd

অধ্যক্ষ
লক্ষ্মীছড়ি কলেজ
লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম (অধ্যক্ষের পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করনের অনুরোধসহ)।
৩। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ, লক্ষ্মীছড়ি কলেজ, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।
৪। শিক্ষা অফিসার (আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, খাগড়াছড়ি।
৬। জনাব মাওশ্রীজিতা, অভিযোগকারী, লক্ষ্মীছড়ি কলেজ, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।
৭। সংরক্ষণ নথি।